ধারাবাহিক রচনা

হাডসন থেকে পটোম্যাক

জসিম মলিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

লেখক মুখ গম্ভীর করে বসে থাকবেন আর কঠিন ভাষায় বক্তব্য দেবেন প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে। এসব শোনার আমার কোনো আগ্রহ নেই। লেখককে চিনব তার লেখা পড়ে। কাছে যাওয়ারতো দরকার নেই। যারা উদ্যোক্তা তারা অতিথিকে নিয়ে একধরনের লুকোচুরি খেলেন, আঁচলে লুকিয়ে রাখেন, যেনো তার কাছে না যাওয়া যায়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে ফটোসেশনের কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ওইদিন সন্ধ্যায়ই ফিরে এলাম নিউইয়র্ক। পিকনিকে নিয়ে গেলেন সোলা্য়মান ভাই, আর নিয়ে আসলেন ভাবী। দু'জনই চমৎকার মানুষ।

১ জুলাই ভিন্ন মাত্রার লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আনোয়ার শাহাদাতের সাথে একটি পুরো দিন কাটানো গেলো। আমরা ম্যানহাটনের ইষ্ট ভিলেজে একটি রেষ্টুরেন্টে খেতে খেতে পুরনো দিনের গল্পে মেতে উঠলাম। আশির দশকে আমরা একসাথে বিচিত্রায় কাজ করেছি। আত্মবিশ্বাসী আনোয়ার শাহাদাত এখন মুলধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে যুক্ত। তার নতুন বই 'ক্যানভেসার গল্পকার' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এক সময়ের জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক নসরত শাহ আজাদ এসেছিল কানেকটিকাট থেকে। আমি এবারও তাকে বললাম সে যেনো তার লেখালেখিতে মনোযোগী হয়। আজাদ কথা দিয়েছে এখন থেকে নিয়মিত লিখবে।

নিউ ইয়র্কে আমি যখন প্রথম পা দেই আজ থেকে এক যুগ আগে তখন অনেক মানুষের সাথেই সখ্যতা হয়েছিল। তারপর কতবার গিয়েছি কিন্তু পুরনো অনেককেই আর পাইনি। অনেক দিন পর চৌধুরী সারোয়ার হাসান ও নাসরিন চৌধুরীর সাথে দেখা হয়। গিয়াস আহমেদ চমৎকার আতিথেয়তা করেছেন একদিন। বাবু, এরিনা আপা, শফিউদ্দিন কামাল, লাল মিয়া, হুমায়ূন, গীতি, ইকবাল, স্বপ্না কায়সার, নার্গিস, পর্শিয়া, হিমন এরকম অনেক প্রিয় মানুষদের সাথে দেখা হয় না। যেমন দেখা হয়নি রাজকুমারী, ফারজানা ইয়াসমিন লুসি, তাসমিয়া করিম ফারিয়ার সাথে। তাদের সাথে দেখা না হলেও তারা আমাদের আলোচনায় অনেকখানি জুড়ে ছিল।

৩.

ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডঃ সবুজের পথে পথে

২ জুলাই। রাত সাড়ে দশটা। হিলটন মার্ক সেন্টার, আলেকজান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়া। হোটেল গেটে দেখি নিউইয়র্ক থেকে আরো অনেকেই এসেছেন। ঠিকানার মঞ্জুর হোসেন ও ফাহমিদা হোসেন মাত্রই এসেছেন। এটিএন বাংলার ফকির সেলিম, রেজু আহমেদ, এখন সময়ের শামসুল হক, চ্যানেল আইয়ের আশরাফুল আলম খোকন এসেছেন। আমার আসলে ওয়াশিংটন আসার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আমি টরন্টো ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবছিলাম। কিরন ভাই আমাদের সাথে আজকে আসতে পারেননি। মীর শিবলী, শারমিন রেজা ইভা ও খবর ডট কমের মশিউর রহমান ও আমি এসেছি। কিরন এবং শিবলী ভাইয়ের জন্যই মূলতঃ আমার আসা হয়েছে। আমরা চেক ইন করলাম হোটেলে। শুধু আজকের রাতের জন্য। কালকে কোথায় থাকবো আপাতত তার কোনো সুরাহা হয়নি। এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমাদের ফোবানা নামক যাত্রা পালাটি শুরু হলো।

একসময় ফোবানা ছিল উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালিদের মিলন মেলা বা আনন্দের উৎস। সেই ফোবানা এখন বিভক্তি, অবব্যস্থাপনা, পুলিশ ডাকাডাকি এবং বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। এবারও ফোবানা নামের দুই টুকরার পাশাপাশি ওয়াশিংটন, হিউস্টন বা নিউইয়র্কে বিভিন্ন নামে সম্মেলন সহ কয়েকটি পাল্টা অনুষ্ঠান হয়েছে। এর ফলে ফোবানার মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় ফোবানা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। দর্শক আগমনহ্রাস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহিদের অনুষ্ঠানে মূল ফোবানার চেয়ে দর্শক বেশী হচ্ছে। কেউ কেউ অন্যকে দমানোর জন্য ফ্রী গান বাজনার ব্যবস্থা করছে।

এই সময়ে বাংলাদেশে থেকে শিল্পী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক আনার হিড়িক পড়ে যায়। যেসব শিল্পীদের লাখ লাখ টাকা খরচ করে নিয়ে আসা হয় তারা নতুন কিছু দিতে পারছে না। এদের চর্বিত চর্বন গান আর নর্তন কুর্দনে দর্শকরা ক্লান্ত বিরক্ত। এরচেয়ে প্রবাসী শিল্পী যারা আছেন তাদের সুযোগ দিলে তারা অনেক ভাল কিছু দিতে পারবে বলে আমার ধারনা। এখন আমেরিকা-কানাডাতেই অনেক নাচ গানের স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে অনেক প্রফেশনালরা নাচ গান শিখাচ্ছেন। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তারা কাজ করে যাচ্ছেন। যেমন নিউইয়র্কের নৃত্যের শিক্ষক অর্পনা দত্ত অসাধারন নেচেছেন। এছাড়া নিশি বা প্রিয়া ডায়েসের ছাত্রী ফাতেমা ইসলাম সুন্দর নাচ করেছেন। যেকোনো অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ সুযোগ রাখা উচিত। না হলে সেই অনুষ্ঠান বর্জন। কারণ বিদেশে এরাই নিজ দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। মমতাজ, বেবী নাজনিন বা মিলারা নয়। যারা শিল্পী সাপাইয়ের এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আদম পাচারের অভিযোগ আছে।

লেখক, বুদ্ধিজীবিরাও তথৈবচ। প্রতিদিন তারা টেলিভিশনের টকশোতে যে সমস্ত বিরক্তিকর বয়ান করেন সে সবই বিদেশে এসে আবার ওগরান। যা দর্শকদের বিরক্ত করে। গাটের পয়সা খরচ করে কেউ বক্তৃতা শুনতে আসে না। ফ্রি টিকেটে বিদেশ ভ্রমনে এসে জ্ঞান না দেয়ার অনুরোধ রইলো। বরং সভ্য দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের দেশে কাজে লাগাতে পারেন।

৪.

প্রসঙ্গঃ ফেবানা এবং ওয়াশিংটন ডিসি'র কথকতা

প্রথম দিন মূলতঃ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছাড়া তেমন কিছু থাকে না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন উদ্বোধন পর্ব শেষ। ফিতা কেটে উদ্বোধন করেছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান। এটিএন বাংলা ফোবানার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও মিডিয়া পার্টনার। ড. মাহফুজ তার বক্তৃতায় 'একটি ফোবানা' করার আহবান জানান। আমরা লবিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি। সবার মধ্যেই কেমন যেনো একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। মাহফুজ সাহেব নাকি ফিতা কর্তনের জন্য কাঁচি পাননি। খবর ডট কমের শিব্বির আহমেদ (অরপি আহমেদ) ফোবানার অন্যতম কর্মকর্তা। তার মধ্যেও অনিশ্চয়তা দেখে আমি মনে মনে কার্যত হতাশ হয়ে পড়ি। শিব্বির মুখে বলছেন তার কোনো কিছুতে তেমন ভূমিকা নেই আবার তিনি ঠিকই আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। কারণ আমরা তার শহরে এসেছি। আপনজন। কর্মকর্তারা ওয়াকিটকি নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। রাত বারোটা। প্রধান অতিথি এখনও হোটলে তার রুম পান নি। খুবই আতংকের কথা! ফেবানা কী তিনদিন হবে! আমি চিন্তাই পড়ে যাই। কনভেনের সাদেক খান বা মেম্বার সেক্রেটারী জি আই রাসেলের সাথে কথা বললে তারা আশ্বাস দেন, হবে হবে। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মুল সমস্যাটা তৈরী হয় হোটেলে রুম পাওয়া নিয়ে। উদ্যোক্তরা নাকি বুঝতে পারেন নি যে এত লোক হবে।

এদিকে রাত দুটোয় আমাদের ক্ষুদার উদ্রেক হয়। হোটেলের ভিতরে কোনো খাবার দাবারের ব্যবস্থা নেই। আর এটা নিউইয়র্ক না যে চাইলেই বাঙ্গালি খাবার বা জায়রো পাওয়া যাবে। হোটেলের দশ মাইলের মধ্যে কোনো রেষ্টুরেন্ট আছে বলে আমার মনে হয় না। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেলো খাবারের ভ্যান। হোটেলের এক কোনায় দয়াবান তিন তরুন ভ্যানে খাবার পরিবেশন করছেন। তারা যথেষ্ট আন্তরিক। আমারা সবাই দল বেধে সে রাতে বিরিয়ানি দিয়ে উদর পূর্তি করলাম।

দ্বিতীয় দিবসঃ আমরা চেকআউট করে লবিতে বসে আছি। রুম নেই! রুম নেই!! কি করা। ফিরে যাবো নিউইয়র্ক! আগের রাতে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর অমিত চাকমা এসেছেন স্বস্ত্রীক। তাদেরও একই অবস্থা। দাওয়াত দিয়ে এনে একি

ব্যবহার! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ সামাদ দ্বিতীয় দিনই ফিরে যান। যারা স্টল নিয়েছেন তাদেরও অভিযোগের শেষ নেই। ফলসচার্চ ভার্জিনিয়া থেকে এসেছেন 'পিপল এন টেকে'র আবু হানিপ ও ফারহা আক্তার। কম্পিউটার সলিউশন ও জব সেটেলমেন্টের জন্য তারা সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তারাও তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানালেন। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বুটিক শপ নিয়ে সুচারু'র ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি জনালেন এরকম অব্যবস্থাপনা আর কোথাও দেখেন নি। (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto